

কৃষি সন্মেলনা

কৃষিই সমৃদ্ধি



দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ □ বর্ষ : ৫০ □ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর □ ২০১৭ খ্রি. □ ১৭ ভদ্র-১৬ কার্তিক □ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

সম্পাদকীয়

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ নাসিরুজ্জামান
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ মাহমুদ হোসেন
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোহাম্মদ মাহফুজুল হক
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আব্দুল জলিল
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ ওমর ফারুক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সচিব (যুগ্মসচিব)

সম্পাদনায়

মোঃ তোফায়েল আহমেদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি

অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক

মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে

সম্রাট প্রিন্টার্স, ২১৮ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৬৮৫৪৭৪৫১৭

১৬ অক্টোবর ২০১৭ বিশ্ব খাদ্য দিবস ও বিএডিসি'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও রক্ষার্থে বিএডিসি'র কার্যক্রম যেন বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একইসূত্রে গাথা। উদ্দেশ্য একই শুধু পরিধি ভিন্ন। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিএডিসি বিশেষ ফ্রোডপত্র প্রকাশ করেছে। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযথভাবে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর রাজধানীর ফাঁমগেটের আ কা মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ১৬-১৮ অক্টোবর তিন দিন ব্যাপী খাদ্য মেলা ও কেআইবি অডিটোরিয়ামে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল “অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও”। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে গ্রামের মানুষ আর অভিবাসী হয়ে শহরে আসবে না। তারা গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে নননাইট্রোজেনাস সার আমদানি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ায় গ্রামীণ উন্নয়ন হচ্ছে।

দেশের দাশায়

বাংলাদেশে কৃষি খাতে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে	০৩
বিএডিসি'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত	০৪
সৌদী আরব থেকে ২.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি	০৫
বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র ১ম পুরস্কার অর্জন	০৭
বিএডিসিতে পানি সশ্রয়ী ড্রিপসেচ পদ্ধতির সেমিনার অনুষ্ঠিত	০৮
বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে	০৯
পানি সশ্রয়ী স্প্রিংকলার সেচ (Sprinkler Irrigation) পদ্ধতির প্রদর্শনী	১১
দ্রৈ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি: জমি ও পানি সশ্রয়ী	১৩
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি	১৬

যারা যোগায়
কৃষির অনু
আমরা আছি
শ্রমের জন্য

বাংলাদেশে কৃষি খাতে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে

-সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। এ বিপ্লবের স্বাপ্নিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিপ্লবের নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রূপকার মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে একটি মডেলে পরিণত হয়েছে।

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় এ সেমিনারের আয়োজন করে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কৃষি খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক সাফল্য আনছে। আমাদের গবেষণা কার্যক্রমে অনেক বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। কৃষি বিজ্ঞানীদের প্রমোট করতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মোঃ মকবুল



খাদ্য মেলায় স্থাপিত বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

হোসেন এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব আঃ মান্নান এমপি এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেভিড ডব্লিউ ডোলন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এক বছরে ২টি বন্যা মোকাবেলা করেছে। বন্যার কারণে দেশে কিছুটা খাদ্য ঘাটতি থাকলেও তা অচিরেই কেটে যাবে। মনুষ্য সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্ভোগ আমরা মোকাবেলা করব। পদ্মা সেতু নিজেদের টাকায় করা হচ্ছে। পদ্মা সেতু হওয়ার পরে দক্ষিণ বঙ্গের চেহারা বদলে যাবে। বর্তমানে গ্রামে বিদ্যুৎ আছে, স্কুল আছে, স্বাস্থ্য সেবা ও নারীর ক্ষমতায়ন আছে। বাংলাদেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান আকন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক। কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, কৃষি বিজ্ঞানী, গণমাধ্যমকর্মী প্রমুখ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

এবারের খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে নিয়োগ বাড়াও'। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। খাদ্য দিবস উপলক্ষে বিএডিসি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ

করেছে। এ উপলক্ষে সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণ থেকে র্যালীর আয়োজন করা হয়। ১৬-১৮ অক্টোবর আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে অনুষ্ঠিত খাদ্য মেলায় বিএডিসিসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন। বিএডিসি'র স্টলে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বিভিন্ন ফসলের বীজ ও সেচ কার্যক্রম প্রদর্শিত হয়।

বিএডিসি'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ ঢাকার দিলকুশাস্থ বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব গুজুর মাহমুদ, জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সিনিয়র সহসভাপতি জনাব মোঃ হাসিবুল আলম বুলু, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ)'র সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন। সভায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি এর সভাপতি জনাব মুহা. আজহারুল ইসলাম, বিএডিসি



বিএডিসি'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি

কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ.কে.এম ইউসুফ হারুন, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ)'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ ঢালী ও বিএডিসি মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সম্বালানা করেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ)'র কার্যকরী সভাপতি জনাব মোঃ সামছুল হক। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত

হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালের ১৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠার ৫৬তম বর্ষ পূরণ করেছে।

মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখন আর সারের পিছনে কৃষক যোরে না কৃষকের পিছনে সার যোরে। আমরা সারের দাম ৭৫ শতাংশ কমিয়েছি এবং কৃষি উপকরণের দাম কমিয়েছি। যে কারণে ফসল উৎপাদন বেড়েছে। স্বাধীনতার সময় সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই দেশে ২১ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। বর্তমানে ১৭ কোটি মানুষের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, বিএডিসি'র অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৃতপ্রায় বিএডিসি'কে নতুন জীবন দিয়েছেন। বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। দেশের কৃষি উন্নয়ন ও সরকারের কৃষি নীতি বাস্তবায়নে বিএডিসি ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে আসছে। দেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিএডিসি আরও গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে মাননীয় মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌদী আরব থেকে ২.৫০ লক্ষ মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তি

বাংলাদেশে ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সৌদী আরব থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন ডিএপি সার আমদানির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদী আরব ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদী আরব এর Director, Marketing, Sales & Outbound Logistics, Phosphate SBU Anas Al- Bassam এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন



চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN) সৌদী আরব এর Director, Marketing, Sales & Outbound Logistics, Phosphate SBU Anas Al- Bassam এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর

করেন। এ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন

আবদুল্লাহ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ১৭ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ থেকে ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সৌদী আরবে সরকারি সফরে যায়।

প্রতিনিধি দলে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক এবং বিএডিসি'র যুগ্মসচিব (নিওক) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।



চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ এর সাথে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৬৭ মে. টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সেপ্টেম্বর- অক্টোবর/২০১৭ কৃষক পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৬৭ মে.টন

নননাইটোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি রয়েছে ৪১ হাজার ৫৪৮ মে.টন, এমওপি ৬৮ হাজার ১১৫ মে. টন ও

ডিএপি ৩৮ হাজার ৪ মে.টন। বর্ণিত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৮ মে.টন সার। ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মজুদ সারের

পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ১৯৮ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

চিত্রে বিএডিসি'র ৫৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা



বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব ওক্কুর মাহমুদ



সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন



বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখা ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম



বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন



বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ



বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ, রেজিঃ নং- বি-১৯০৩ (সিবিএ)'র সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ এনায়েত উল্লাহ ঢালী

বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে খাদ্য মেলায় বিএডিসি'র ১ম পুরস্কার অর্জন



পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রেস্টটি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত খাদ্য মেলায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে।

গত ১৮ অক্টোবর মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপি) জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম এর কাছ থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন ব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোস্তফা সালাম। খাদ্য মেলায় ৫৭টি সরকারি-বেসরকারি স্টল অংশগ্রহণ করে।

রাজধানীর খামারবাড়িস্থ আ. কা. মু. গিয়াসউদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বরে ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবর খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন মডেল, হাইব্রিডসহ উন্নত জাতের মানসম্পন্ন ফসলের বীজ, বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি প্রদর্শন করায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ

মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. ভাগ্য রানী বণিক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মারুফ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের হটিকালচার উইংয়ের পরিচালক জনাব মিজানুর রহমান।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর মাননীয় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করেন।

আউশ ধান বীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-১৮ বর্ষে উৎপাদিত বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের আউশ ধানবীজের সংগ্রহমূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র:নং	বীজ ফসলের নাম	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহমূল্য (টাকা/কেজি)
১	আউশ ধান বীজ	সকল জাত	ভিত্তি	৪৩.০০
			প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত	৩৮.০০

অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৭-১৮ বর্ষেও বীজ সংগ্রহের আনুষঙ্গিক খরচ প্রতিকেজি ০.১৫ (পনের পয়সা) টাকা বহাল থাকবে।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে জনাব মোঃ ওমর ফারুক এর যোগদান



জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ ওমর ফারুক গত ৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) পদে যোগদান করেন।

বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয়ের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার পদে কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেট জোনে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ ওমর ফারুক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ইসলামি শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে চাকুরী করেছেন। জনাব মোঃ ওমর ফারুক বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বিএডিসিতে পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ পদ্ধতির সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুলাই ২০১৭ তারিখে এসিআই মটরস লিমিটেডের উদ্যোগে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক এর সভাপতিত্বে উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), প্রধান প্রকৌশলী (সওকা), বীজ ও উদ্যান উইংয়ের মহাব্যবস্থাপকগণ, ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ও সহকারী প্রকৌশলী হতে তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা, এসিআই মটরস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং কৃষি প্রকৌশলী তুষার কান্তি সাহা, এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ কর্মরত

কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসিআই মটরস লিমিটেডের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এঞ্জিনিয়ার্স এ, কে, এম, রাইসুল আলম খান। এছাড়া ড্রিপ সেচ এ বিশ্বের ২য় প্রতিষ্ঠান Jain Irrigation System এর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (এক্সপোর্ট বিজনেস) মিঃ অভয় ভাড়াটিয়া তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি মূলক একটি Presentation উপস্থাপন করেন।

দেশের ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস বর্তমান সময়ের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার আবাসনের জন্য প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে ফসলি জমি, ভরাট হচ্ছে জলাধার, যা ভবিষ্যতের জন্য ভীতিকর। পৃথিবীতে শতকরা ০.৩ শতাংশ স্বাদু পানি বিদ্যমান, যার শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহার উপযোগী, তন্মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ পানিই ব্যবহৃত হয় কৃষি কাজে। এতে করে



সেমিনারে প্রধান অতিথি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রেজেন্টেশন উপভোগ করছেন

ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কৃষি কাজে পানি সাশ্রয় এখন সময়ের দাবী। এরই ধারাবাহিকতায় সেচ ব্যবস্থাপনায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এসিআই মটরস লিমিটেড বাংলাদেশে এনেছে ড্রিপ সেচ। ড্রিপ সেচ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গাছের শিকড়ে সঠিক এবং সুস্থ হারে পানি প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া পানিতে দ্রবণীয় সার সঠিক মাত্রায় গাছে প্রয়োগ করা যায়। এতে পানির সাশ্রয় হয় ৪০ শতাংশ, পাশাপাশি ফলন বৃদ্ধি পায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। যেমন, বাংলাদেশে আলু চাষ হয় ০.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে, এর শতকরা ১০ ভাগ জমি যদি ড্রিপ সেচের আওতায় আনা হয়, তবে অন্তত: ৫২০ গ্যালন পানি সাশ্রয় হবে।

অপরদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বজনীন হওয়ার দরুন গ্রাম বাংলার কৃষকের সন্তান এখন

শিক্ষা অর্জনের পর মাঠে কাজ করতে চায় না। ফলে কৃষি কাজে শ্রমিক সঙ্কট প্রতিনিয়ত প্রকট আকার ধারণ করছে। জমি চাষ ও সেচ এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন যান্ত্রিক, কিন্তু ফসল কাটা, মাড়াই, বাড়াই-এ শ্রমিক সংকট এখন মানুষকে কৃষিকাজে নিরুৎসাহিত করছে। এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ফসলহানি ঘটছে। ফলে এসময় মানুষ কৃষিকাজে ক্রমাগত আধুনিক প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে। এক্ষেত্রে সহজ যান্ত্রিক সমাধান এসিআই মিনি কন্ট্রোল হারভেস্টার, যা ব্যবহারে খরচ ৭২%, সময় ৫৫% ও শ্রম ৭৫% সাশ্রয় হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর সহকারী প্রকৌশলী (জওপ) কৃষি প্রকৌশলী জেরিনুত তামান্না।



সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

রিপন কুমার মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক (বীব্যআউপ্র) বিএডিসি, ঢাকা

বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিএডিসি'র বীজ বর্ধন খামারসহ এছাড়া সার্ভিস সেন্টারসমূহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন ত্বরান্বিত করে বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন খামার ও এএসসি কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন খামার যন্ত্রপাতি (৩০টি ট্রান্স্টর, ১০টি কনাইন্ড হারভেস্টর, ৫০টি পাওয়ার টিলার, ১৫টি কাল্টিভেটর, ২০টি রোটোভেটর, ২টি রাইস সিডলিং ট্রান্সপ্লান্টার) সরবরাহ করা হয়েছে। যার ফলে বিএডিসি'র খামারগুলোর বীজ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া উৎপাদিত বীজের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতির তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	ট্রান্স্টর কাম ট্রেইলার	কাল্টিভেটর	রোটোভেটর	কনাইন্ড হারভেস্টর	পাওয়ার টিলার
১	পাখিলা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা।	১টি	১টি	১টি	১টি	-
২	মধুরা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।	১টি	১টি	১টি	১টি	-
৩	টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, টেবুনিয়া, পাবনা।	২টি	১টি	১টি	১টি	১টি
৪	মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইল।	২টি	১টি	১টি	১টি	১টি
৫	বারাদি বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মেহেরপুর।	১টি	২টি	১টি	১টি	১টি
৬	ঠাকুরগাঁও বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ঠাকুরগাঁও।	১টি	-	১টি	-	২টি
৭	ইটাখোলা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, হবিগঞ্জ।	১টি	-	-	-	১টি
৮	নেত্রকোণা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি নেত্রকোণা।	১টি	-	১টি	-	১টি
৯	নীলফামারী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, নীলফামারী।	১টি	-	১টি	-	১টি
১০	তাম্বুলখানা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ফরিদপুর।	১টি	-	১টি	-	২টি
১১	নূরনগর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা।	১টি	-	১টি	-	২টি
১২	বোয়ালিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাইকগাছা, খুলনা।	১টি	-	১টি	-	২টি
১৩	গোকুলনগর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহ।	১টি	১টি	১টি	১টি	-
১৪	করিশ্বর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহ।	১টি	১টি	১টি	১টি	-
১৫	কুশাডাঙ্গা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দত্তনগর, ঝিনাইদহ।	১টি	১টি	১টি	১টি	-
১৬	কাশিমপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মুন্সাগাছা, ময়মনসিংহ।	১টি	১টি	১টি	-	১টি
১৭	লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, লাকুটিয়া, বরিশাল।	১টি	-	১টি	-	১টি
১৮	সাধুহাটা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, সাধুহাটা, ঝিনাইদহ।	১টি	-	১টি	-	২টি
১৯	কস্মবাজার বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ঝিলংজা, কস্মবাজার।	১টি	-	-	-	১টি
২০	সিলেট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ইসলামপুর, সিলেট।	১টি	১টি	১টি	-	১টি
২১	নীলফামারী বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, নীলফামারী।	১টি	-	-	-	১টি
২২	পাঁচগাছিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাঁচগাছিয়া, ফেনী।	১টি	-	-	-	১টি
২৩	পাংশা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাংশা, রাজবাড়ী।	১টি	-	-	-	১টি
২৪	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, মিরপুর, ঢাকা।	-	-	-	-	২টি
২৫	চিৎলা পাট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, গাংনী, মেহেরপুর।	১টি	১টি	১টি	১টি	১টি
২৬	নশিপুর পাট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, নশিপুর, দিনাজপুর।	২টি	১টি	১টি	১টি	১টি
২৭	আমঝুপি সবজি বীজ খামার, বিএডিসি, মেহেরপুর।	১টি	১টি	-	-	২টি
২৮	রংপুর সবজি বীজ খামার, বিএডিসি, রংপুর।	১টি	১টি	-	-	২টি
২৯	পাঁচগাছিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাঁচগাছিয়া, ফেনী।	-	-	-	-	১টি
৩০	বরগুনা এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, খাজুরতলা, বরগুনা।	-	-	-	-	১টি
৩১	খুলনা এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, খুলনা।	-	-	-	-	২টি
৩২	কিশোরগঞ্জ এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জ।	-	-	-	-	২টি
৩৩	পাবনা এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, পাবনা।	-	-	-	-	১টি
৩৪	সিলেট এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, কুমারগাঁও, সিলেট।	-	-	-	-	২টি
৩৫	নোয়াখালী এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, নোয়াখালী।	-	-	-	-	২টি
৩৬	পটুয়াখালী এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, পটুয়াখালী।	-	-	-	-	১টি
৩৭	লাকুটিয়া এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, লাকুটিয়া, বরিশাল।	-	-	-	-	১টি
৩৮	জামালপুর এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, জামালপুর।	-	-	-	-	১টি
৩৯	দিনাজপুর এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, দিনাজপুর।	-	-	-	-	১টি
৪০	বান্দরবান এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, বান্দরবান।	-	-	-	-	২টি
৪১	লামা এগ্রো সার্ভিস সেন্টার, বিএডিসি, লামা, বান্দরবান।	-	-	-	-	২টি
	মোট =	৩০ টি	১৫ টি	২০ টি	১০ টি	৫০ টি

একনজরে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ক্ষুদ্রসেচ উইং এর কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	প্রকল্পের আওতায়	কর্মসূচির আওতায়	মোট
১.	খাল খনন/পুনঃখনন	কিঃমিঃ	২৬৯.৩৩	৩৯.৫	৩০৮.৮৩
২.	বেড়ী বাঁধ/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৫	-	৫
৩.	ভূপরিষ্কৃত সেচনালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	৬.৫	-	৬.৫
৪.	গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৩৩	১২	৪৫
৫.	শক্তিচালিত/ভাসমান পাম্প স্থাপন ও ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	১৫৫	২৫	১৮০
৬.	সৌরশক্তি চালিত পাম্প সেট স্থাপন	সংখ্যা	১৪	৫	১৯
৭.	সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১	-	১
৮.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিঃমিঃ	৬১১.৩	৪৩.৮৫	৬৫৫.১৫
৯.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৯১	২৬৭	৫৫৮
১০.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	৩১	-	৩১
১১.	পাম্প সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১০২	-	১০২
১২.	ওভারহেড আরসিসি সেচনালা নির্মাণ	মিটার	১৯	-	১৯
১৩.	সেচযন্ত্র সংগ্রহ	সংখ্যা	৬৫৭	-	৬৫৭
১৪.	সেনিপা সংগ্রহ ও সরবরাহ	সংখ্যা	৬৪০	৬৬০	১৩০০
১৫.	ফিতা পাইপ সংগ্রহ ও সরবরাহ	মিটার	১১৮৮০০	-	১১৮৮০০
১৬.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিককরণ	সংখ্যা	৪৭৩	৩১	৫০৪
১৭.	স্মার্টকার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৩১১	-	৩১১
১৮.	টেস্ট বোরিং স্থাপন	সংখ্যা	১৪	-	১৪
১৯.	প্রশিক্ষণ (কৃষক/ম্যানেজার)	জন	১০৫০	৬৬০	১৭১০
২০.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	সংখ্যা	৬	-	৬
২১.	সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	৭৯৩	-	৭৯৩
২২.	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর	২৭৮৪৮.৯০	২০৪৮.৬০	২৯৮৯৭.৫০
২৩.	সমগ্র বাংলাদেশে সেচযন্ত্র ও সেচ এলাকা পরিসংখ্যান কার্যক্রম	মৌসুম (রবি)	১	-	১

পানি সাশ্রয়ী স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী

(১২পৃষ্ঠা এর পর)

ব্যবহৃত হয়। স্থায়ী মেইন-লাইন মাটির নিচে স্থাপন করতে হয়। ফলে খরচ অনেক বেশি। বর্তমানে লাইনসমূহে ইউপিভিসি পাইপ ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩। পাশাপাশি লাইন: পাশাপাশি লাইন পরিবহন/স্থানান্তরযোগ্য হয়ে থাকে। অনেক সময় মাটির নিচে পাশাপাশি লাইন ব্যবহৃত

হয়;
* শ্রমিক কম প্রয়োজন;
* ফার্টিশন পদ্ধতিতে সারের অপচয় কম হয়।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির
সীমাবদ্ধতাসমূহ:

* স্প্রিংকলার সেচে বায়ু প্রবাহের সঠিক গতিবেগের কারণে অসম পানির বন্টন হয়;
* নরম ও পাকা ফলে

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়;
* স্থায়ী পানির প্রবাহে চাপ থাকা প্রয়োজন;
* পরিষ্কার, ময়লা এবং লবণমুক্ত পানি প্রয়োজন;
* প্রাথমিক স্থাপনা খরচ অনেক বেশি;
* পানির চাপ ০.৫ হতে ১০ কেজি/বর্গ সেঃমিঃ প্রয়োজন।

৪। ঘূর্ণায়মান স্প্রিংকলার

(Rotating Sprinkler):

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:
* সেচের প্রয়োগ দক্ষতা বেশি;
* মাঠ/ভূমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না;
* মাটির ক্ষয় ও আগাছা কম

পানি সাশ্রয়ী স্প্রিংকলার সেচ (Sprinkler Irrigation) পদ্ধতির প্রদর্শনী

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

পৃথিবীর প্রতিটি জীবই রয়েছে পানি। পানি ছাড়া প্রাণি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। উদ্ভিদের জলীয় অংশ প্রায় ৭৮%। তাই উদ্ভিদের বারবাড়তি, বংশ ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাসময় ও সঠিক পরিমাণে যতটুকু পানি কৃত্রিম উপায়ে গাছে প্রয়োগ করা হয় তাকেই সেচ বলে। সেচ ছাড়া উদ্ভিদের আশানুরূপ বৃদ্ধি ও ফলন পাওয়া যায় না। অপরিকল্পিতভাবে সেচের পানি ব্যবহারের ফলে দিন দিন ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অপরদিকে, নদী-নালা, খাল-বিলে পলি পড়ে ভরাট হয়ে ভূপরিষ্ক পানির আধার কমে যাচ্ছে, যা দেশের জন্য অশনি সংকেত। তাই পানির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। অপরদিকে, গত ২৪ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, যদি আগামীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়, তা পানির জন্যই হতে পারে। উদ্ভিদে কৃত্রিমভাবে পানি প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে সেচ পদ্ধতিকে মোট ৪(চার) ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ক) ভূপৃষ্ঠস্থ সেচ (Surface-irrigation) খ) ভূগর্ভস্থ সেচ (Sub-Surface Irrigation) গ) ড্রিপ সেচ (Drip Irrigation) ও ঘ) স্প্রিংকলার সেচ (Sprinkler Irrigation) পদ্ধতি। দেশের সেচ ব্যবস্থাপনা মূলত ভূপৃষ্ঠস্থ সেচ পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ক পানির অপ্ৰতুলতা

এবং লবণাক্ততার কারণে সেচ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিকায়ন সময়ের দাবী। সে লক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুরে পানি সাশ্রয়ী স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনী স্থাপনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেন বিএডিসি'র ক্ষুদ্রসেচ বিভাগের তৎকালীন উপপ্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব আলম। স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি একটি আধুনিক সেচ পদ্ধতি। উদ্ভিদের বারবাড়তি, বংশ ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনের সময় সঠিক পরিমাণে গাছের গোড়ায় কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি/ছিটানো আকারে সেচ প্রদানকে স্প্রিংকলার সেচ বলে। যেসব এলাকায় পানির দুশ্চাপ্যতা এবং লবণাক্ততা রয়েছে, সেসব এলাকায় স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। উদ্ভিদের সেচের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ পানির প্রয়োগ স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির একটি আদর্শ মাধ্যম। স্প্রিংকলার সেচে গতানুগতিক পানির অপচয় যেমন: পানির অনুপ্রবেশ (Percolation), গড়িয়ে পড়া (Runoff), এবং বাষ্পীয়ভবন (Evaporation) হয় না বললেই চলে। পাম্পের মাধ্যমে পানির চাপ



বিএডিসি'র কাশিমপুর বামারে স্প্রিংকলার সেচ প্রদান

(Water pressure) সৃষ্টি করে ক্ষুদ্রাকারে ছিদ্র (Orifices / Nozzles) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার ফলে পানি বৃষ্টির আকারে ছিটানো (Spray) হয়। উদ্ভিদের সেচের পানির প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে সতর্কভাবে পানির চাপ, অরিফিস/নজেল এবং স্প্রিংকলারে দূরত্ব নির্বাচন করে উদ্ভিদের গোড়ায় সমভাবে পানি প্রয়োগ করে দক্ষতার সাথে সেচ প্রদান করা যায়।

স্প্রিংকলার সেচের উপযোগিতা: স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি সাধারণত সকল শস্য (ধান ও পাট ব্যতীত) এবং সবধরনের মাটিতে ব্যবহার করা যায়। সে সকল মাটির পানির অনুপ্রবেশের হার (Rate of Infiltration) প্রায় ৪মিমি/ঘন্টা এর চেয়ে কম অর্থাৎ যে সকল মাটি অতি সূক্ষ্ম বুনট (Very fine texture /Heavy clay soils) সম্পন্ন সাধারণত সে সকল মাটিতে স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। যে সকল মাটির পানির

অনুপ্রবেশের হার বেশি অর্থাৎ বালি মাটিতে স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি উপযোগী। গম, শাক-সবজি, মরিচ, পিয়াজ, রসুন, সরিষা, কলাই ইত্যাদিতে স্প্রিংকলার সেচ ব্যবহৃত হয়।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে ভূমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না। ফলে ভূমির বন্ধুরতা যাই হোক স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি উপযোগী। যদি মাটির ক্ষয় বিপদজনক হয় তবে স্প্রিংকলার সেচের বিষয়ে Contour bunding, Terracing, Mulching এবং Strip cropping করতে হবে।

স্প্রিংকলার সেচে ফসল উৎপাদনের কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যেমন-সার, কিটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক সেচের পানিতে দ্রবীভূত করে প্রয়োগ করা যায়। যা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। স্প্রিংকলার সেচে মাঠ নালার প্রয়োজন হয় না। এতে শ্রমিক কম লাগে। স্প্রিংকলার সেচ সাধারণত

(বাকি অংশ ১২ এর পৃষ্ঠায়)

উচ্চ মূল্যের শস্য (High Valued Crops) যেমন:- গম, চা, কফি, এলাচ ও ফলবাগানে বেশি ব্যবহার করা হয়।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির ধরন: পানি ছিটানোর ওপর নির্ভর করে স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিকে মোট ০২ (দুই) ভাগে ভাগ করা যায়:

১। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি (Rotating Head Sprinkler):- ঘূর্ণায়মান স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পাশাপাশি পাইপে সম দূরত্বে রাইজার (Riser) এর মাথায় ক্ষুদ্রাকার নজেল স্থাপন করা হয়। রাইজারসমূহ উদ্ভিদের উচ্চতার চেয়ে বেশি হতে হবে। ঘূর্ণায়মান স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে নজেলটি 90° তে পানির চাপে ঘুরতে থাকে, ফলে চারদিকে বৃত্তাকারে পানি

বিচ্ছুরিত হবে। এটা সাধারণত বেশি উচ্চতার শস্য/গাছে ব্যবহার করা হয় এবং উচ্চ পানির চাপ (৪.০ হতে ১০ কেজি/ বর্গ সেগমিঃ) প্রয়োজন পড়ে।

২। ছিদ্রযুক্ত পাইপ পদ্ধতি (Perforated Pipe System): এটা সাধারণত পাশাপাশি লাইনে নির্দিষ্ট/ সম দূরত্বে উভয় পাশে ছিদ্র থাকে। উক্ত ডিজাইনে সমভাবে পানি পাইপের উভয় পাশে বিচ্ছুরিত হয়। এতে পানির চাপ ০.৫ হতে ২.৫ কেজি/বর্গ সেগমিঃ প্রয়োজন পড়ে। ফলে যেকোন উচ্চতার জলাধার (Overhead Tank) হতে পানি ব্যবহার করা যায়। পানির বিচ্ছুরণ এলাকা ৬-১৫ মিটার। এপদ্ধতি সাধারণ খর্বাকৃতির উদ্ভিদে ব্যবহার করা যায়।

পরিবহণের ওপর ভিত্তি করে স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

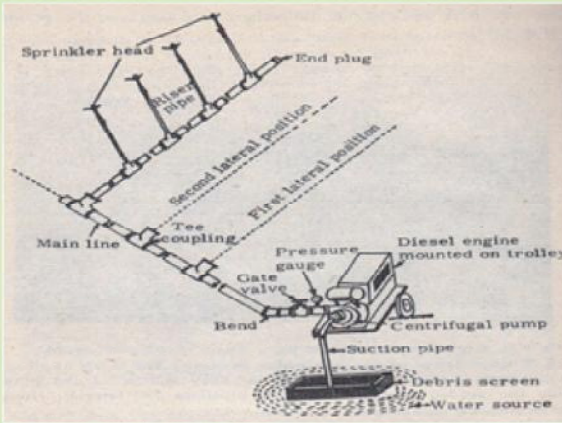
১। পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতি (Portable System): পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতিতে মেইন লাইন, সাব মেইন লাইন, পাশাপাশি লাইন এবং পাম্পিং প্লান্ট এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় প্রয়োজনে পরিবহণ/স্থানান্তর করা যায়।

২। অর্ধ পরিবহন/অর্ধ স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতি (Semi-portable system): অর্ধ পরিবহণ/অর্ধ স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতিতে শুধুমাত্র পানির উৎস এবং পাম্পিং প্লান্ট স্থায়ী হতে হবে। অন্যান্য কার্যক্রম পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য হবে।

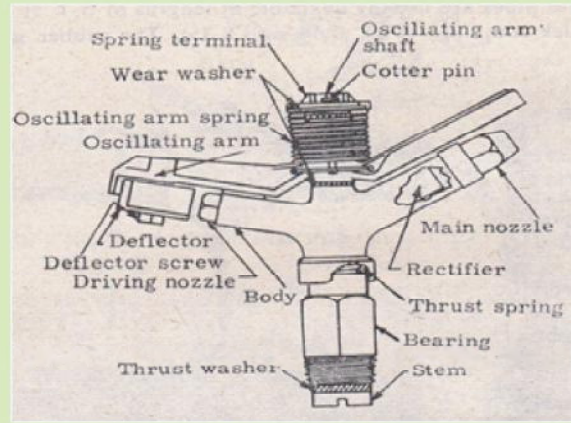
৩। অর্ধ স্থায়ী পদ্ধতি (Semi-

permanent system): অর্ধ স্থায়ী পদ্ধতিতে শুধুমাত্র পাশাপাশি লাইন পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে। অন্যান্য যেমন: মেইন-লাইন, সাব-মেইন লাইন, পানির উৎস এবং পাম্পিং প্লান্ট স্থায়ী হতে হবে। বর্ণিত পদ্ধতিতে মেইন ও সাব-মেইন লাইনসমূহ সঠিকভাবে ভূগর্ভস্থ হতে হবে।

৪। স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent System): এ পদ্ধতিতে সকল স্থাপনা স্থায়ী হবে। যেমন: মেইন-লাইন, সাব-মেইন লাইন, পাশাপাশি লাইন, পানির উৎস ও পাম্পিং প্লান্ট। মেইন-লাইন, সাব-মেইন লাইন, পাশাপাশি লাইনসমূহ কর্ষণ গভীরতার নিচে স্থাপন করতে হবে।



চিত্র-১: স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতির অঙ্গসমূহ



চিত্র-২: ঘূর্ণায়মান স্প্রিংকলার

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ:

১। পাম্পিং সেট: পানির উৎস হতে পানি উত্তোলন করে সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে স্প্রিংকলারের চাহিত চাপে প্রয়োগ করার জন্য ব্যবহৃত

সেচ যন্ত্র। সাধারণত পাম্পিং সেটে সেন্ট্রিফিউগাল অথবা টারবাইন পাম্প ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টারবাইন পাম্পটি সাধারণত স্থায়ী হয়ে থাকে এবং সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পটি পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য হতে

পারে। পাম্পটি পরিচালনার জন্য ইলেকট্রিক মটর/ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক মটর সাধারণত স্থায়ী হয়ে থাকে। ইঞ্জিনটি পরিবহণ/স্থানান্তরযোগ্য হতে পারে।

২। মেইন-লাইন: মেইন-লাইন

সাধারণত স্থায়ী অথবা পরিবহণযোগ্য হতে পারে। স্থায়ী লাইন সাধারণত বামারে ব্যবহৃত হয়। সেখানে সারা বছর সেচ প্রদান করার প্রয়োজন পড়ে। অন্যান্য কাজে পরিবহণযোগ্য মেইন-লাইন

(বাকি অংশ ১০ এর পৃষ্ঠায়)

দ্রে পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি: জমি ও পানি সাশ্রয়ী

মোঃ ফজলে রবি, সহকারী মেকানিক, বিএডিসি যশোর

বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে কৃষি পণ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে ধান। ধান চাষের পূর্বশর্ত হলো সহজে প্রাপ্য প্রচুর পানি এবং দ্বিতীয় উপাদান ভালো ধানের চারা বা বীজতলায় চারা তৈরি করা। যুগেযুগে বীজতলা তৈরির নানা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধুনিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে “দ্রে” পদ্ধতি।

প্রতি বছর এ দেশের কৃষি জমির প্রায় ১ শতাংশ শিল্প কারখানা, বাড়ী ও রাস্তা নির্মাণে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজতলার জন্য যেখানে বিঘাপ্রতি ১.৫ শতক বা ৬০ বর্গ মিটার জমির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে দ্রে (Tray) পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করলে জমির প্রয়োজন হবে না বললেই চলে। এছাড়া এ পদ্ধতির (দ্রে পদ্ধতি) অর্থনৈতিক সুবিধা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু আবহমান কাল থেকে বাংলার কৃষক শ্রেণি কখনই অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারেনি তাই দ্রে পদ্ধতি তাদের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে। যেমন প্রচলিত পদ্ধতিতে (বিঘা প্রতি) বীজতলা তৈরি করার জন্য ৬-৭ কেজি ধান ক্রয়, ধানে চারা গজানো, সেচ দেয়া, জমি চাষ দেয়া, জৈব ও রাসায়নিক সার ক্রয় ও প্রয়োগ, জমি সমান করা, ধান ছিটানো বাবদ প্রায় ১,৪০০/- টাকা খরচ হয়। দ্রে পদ্ধতিতে (প্রথম বার দ্রে

কিনতে হবে, এটি কম পক্ষে ২০-২৫ বছর চলবে) ২ কেজি ধান কেনা, জৈব ও রাসায়নিক সার ক্রয়, দ্রেতে মাটি ও সার প্রয়োগ করে দ্রে তৈরি করা, দ্রেতে ধান ছিটানো ও পানি স্প্রে করা বাবদ খরচ হবে মাত্র ৫০০/- টাকা। সাধারণ বীজতলায় তৈরি করা চারা উঠাতে ১ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়। দ্রে পদ্ধতিতে বীজতলায় তৈরি করা চারা উঠাতে কোন অতিরিক্ত শ্রমিক প্রয়োজন হয়না। সাধারণ বীজতলা হতে চারা উঠানোর সময় চারার পাতা ও শিকড় ছিড়ে যায় এবং চারা

সেচ দিতে হয় সর্ব মোট প্রায় ৩৬ হাজার লিটার পানি অর্থাৎ বিঘা প্রতি ধান রোপণে চারা উৎপাদনের জন্য সেচের পানির প্রয়োজন হয় ৪১ হাজার লিটার। তুলনামূলকভাবে দ্রে পদ্ধতিতে একই পরিমাণ জমির জন্য সেচ বাবদ পানি খরচ হয় প্রথম দিন দ্রে এর মাটি ভিজাতে পানি খরচ হয় ৫০ লিটার এবং প্রতিদিন সেচ দিতে খরচ হয় ৩ লিটার, মাসব্যাপি ৯০ লিটার, চারা উৎপাদনে মোট সর্বোচ্চ পানি খরচ হয় ৩০০ লিটার। যা কৃষকের জন্য একটি অর্থনৈতিক উপশম বলা যেতে পারে।



দ্রে পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি

আঘাতপ্রাপ্ত হয়। দ্রেতে করা বীজতলায় চারায় এধরনের আশঙ্কা নাই। এছাড়া সাধারণ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরির জন্য ৫ হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয় এবং একদিন পর একদিন বীজ তলায় প্রায় ২৪০০ লিটার পানি সেচ দিতে হয়। মাস ব্যাপী বীজ তলায়

আর একটি বিষয়, প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজতলা থেকে চারা উত্তোলনের সময় চারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে বা হয়, পাতা ও শিকড় ছিড়ে যেতে পারে। এছাড়া হাঁস-মুরগী, ইঁদুর, গবাদি পশু ইত্যাদি দ্বারা চারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু দ্রে পদ্ধতিতে বীজতলা

তৈরি করলে এধরনের কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ঋতু বৈচিত্র্যের জন্য যেমন শীতকালে বোরো ধানের বীজতলায় কোল্ড ইনজুরির কারণে বীজতলার চারা নষ্ট হয়, দ্রে পদ্ধতিতে দ্রেগুলিকে পলিথিন দ্বারা ঢেকে বীজতলাকে কোল্ড ইনজুরি মুক্ত রাখা সম্ভব। আবার জমিতে পানি বা আমন ধান থাকার কারণে বীজতলা তৈরি করা সম্ভব হয় না। এজন্য বোরো ধান রোপন করতে দেরি হয় ফলে আগাম বৃষ্টি, বৈশাখী ঝড়, বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে দ্রে পদ্ধতি অধিক কার্যকর কারণ নিচু এলাকার পানি সরে যাওয়ার সাথে সাথে বা আমন ধান কাটার পরপরই দ্রে পদ্ধতিতে আগাম উৎপাদিত চারা রোপন করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে শেষ করা যেতে পারে যে, দ্রে পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করলে সুস্থ সবল চারা পাওয়া যায় ফলে বিঘা প্রতি (৩০ শতকে এক বিঘা) ৮০-৮৫ কেজি ধান বেশি উৎপাদন করা সম্ভব এবং অপেক্ষাকৃত কম বীজ ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদে ফসল ঘরে তোলা সম্ভব।

মেধাবী মুখ



স্বস্তিকা দেবনাথ ২০১৬ সালের পিএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বরিশাল থেকে জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্বস্তিকা বিএডিসি'র উপপরিচালক (এএসসি), খুলনা দপ্তরে কর্মরত কৃষিবিদ সঞ্জয় কুমার দেবনাথ এর কন্যা।
সে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।

এএসসি, খুলনা দপ্তরে শ্রেষ্ঠ সেবা কর্মী নির্বাচন ও স্বীকৃতি সনদ প্রদান



খুলনা বিএডিসি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার দপ্তরের নৈমিত্তিক কাজে শুদ্ধাচার ব্যবহার, স্বচ্ছতা আনয়ন, গতিশীলতা সৃষ্টি এবং মাঠকর্মী/ অনিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে “শ্রেষ্ঠ সেবা কর্মী” নির্বাচন প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কাজের প্রতি আগ্রহ, কাজ সম্পন্ন করার ক্ষীপ্রতা,

আন্তরিকতা ইত্যাদি সার্বিক দিক বিবেচনায় অত্র দপ্তরের অনিয়মিত শ্রমিক জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার-কে শ্রেষ্ঠ সেবা কর্মী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। গত ৩০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে মাসিক বেতন ও ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে বোনাস প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র পুরস্কার হিসেবে একটি জায়নামাজ ও স্বীকৃতিসনদ প্রদান করা হয়।

শোক সংবাদ



আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা দপ্তরে কর্মরত হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব কাজী রাশিদুল ইসলাম গত ১৮ আগস্ট ২০১৭ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্মালিগ্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বিএডিসি'র দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসার্স এসোসিয়েশনের একজন সদস্য ছিলেন।

বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র বীজ বিতরণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মশালা গত ২১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর গাবতলীস্থ বীজ ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মশালায় ২০১৭-১৮ বিতরণ বর্ষের বোরো ধানবীজ, গমবীজ ও বীজআলু বরাদ্দ এবং আগামী ২০১৮-১৯ বিতরণ বর্ষের সকল ফসলের জন্য বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী, মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ) জনাব ফারুক জাহিদুল হক, মহাব্যবস্থাপক (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, মাঠ পর্যায়ের যেসব জাতের চাহিদা রয়েছে সেসব জাতের বীজ উৎপাদন করতে হবে। বিএডিসি'র কিছু জাতের বীজ অনেক সময় অবিক্রিত থেকে যায়, পরে এগুলোকে পুশ সেল করতে হয়। এ প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন, আমরা এমন কোনো জাতের বীজ উৎপাদন করবো না যার পুশ সেলের প্রয়োজন হয়। চেয়ারম্যান এ সময়

বিএডিসি'র দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মাঠ পর্যায়ে জনবল ও যানবাহন সংকট দ্রুত দূরীকরণের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক ও সিনিয়র সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভালো বীজে
ভালো ফসল

বিএডিসি ক্ষুদ্রসেচ উইং এর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	মোট
১.	খাল পুনঃখনন	কিঃ মিঃ	২০১	৪০.৩৭	২৪১.৩৭
২.	বেড়ী বাঁধ/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কিঃ মিঃ	১৪	৮	২২
৩.	গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৯	-	৯
৪.	শক্তিশালিত/ভাসমান পাম্প স্থাপন ও ক্ষেত্রায়ণ	সংখ্যা	৪০০	৫৩	৪৫৩
৫.	সৌরশক্তি চালিত সেচপাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৫	২০
৬.	পুকুর পুনঃখনন	সংখ্যা	-	৪	৪
৭.	ভূপরিষ্কৃত সেচনালা নির্মাণ	কিঃ মিঃ	২০.৭	-	২০.৭
৮.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিঃ মিঃ	১৭৯	৩৬.৬	২১৫.৬
৯.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২০	৫	১২৫
১০.	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	-	২
১১.	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	-	২
১২.	ডিসচার্জ বক্স নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২	১২
১৩.	সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ	সংখ্যা	৪	২	৬
১৪.	আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৭২০	২১৩	৯৩৩
১৫.	ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১	২১
১৬.	ওয়াটার কনভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	-	২৫	২৫
১৭.	সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ সংগ্রহ ও সরবরাহ	সংখ্যা	৩০০	৬৬০	৯৬০
১৮.	ফিতা পাইপ সংগ্রহ ও সরবরাহ	মিটার	৬৭০০০	২৫০০	৬৯৫০০
১৯.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ	সংখ্যা	১১৪	১৮	১৩২
২০.	স্মার্টকার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৫০	-	৫০
২১.	২-কিউসেক (বিদ্যুৎচালিত) নলকূপের পাম্প-মটর, ট্রান্সফর্মার, সরঞ্জামাদি ক্রয়	সেট	২৬	-	২৬
২২.	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর	১৯৭৮০	১১৮০	২০৯৬০
২৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২০০	-	২০০
২৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২০০	-	২০০
২৫.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্কৃত পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা	স্যাম্পল	২০০০	-	২০০০
২৬.	প্রশিক্ষণ (কৃষক/ম্যানেজার)	জন	৪৭৫	৬৩০	১১০৫
২৭.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন	সংখ্যা	১	২	৩
২৮.	সমগ্র বাংলাদেশে সেচযন্ত্র ও সেচ এলাকা পরিসংখ্যান কার্যক্রম	মৌসুম (রবি)	১	-	১

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ মাস: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তূপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডন থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা -খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উঁচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোজ বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতোমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবন্ধ ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজ বপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধরসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমণে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষেধকরূপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘমেয়াদী জাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

বিএডিসি'র বীজ আলুর বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৭-২০১৮ সালে বিপণনযোগ্য বিভিন্ন শ্রেণি, জাত ও গ্রেডের বীজআলুর বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বীজের শ্রেণি	জাত	শ্রেণি, জাত ও গ্রেড ভিত্তিক বিক্রয়মূল্য কোর্জ/টাকা							
			চাষি পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য				ডিলার পর্যায়ে বিক্রয়মূল্য			
			গ্রেড-এ (২৮- ৪০ মি:লি:)	গ্রেড-বি (৪১- ৫৫ মি:লি:)	আভার সাইজ (২০- ২৭ মি:লি:)	ওভারসা ইজ (৫৬-৬০ মি:লি:)	গ্রেড-এ (২৮-৪০ মি:লি:)	গ্রেড-বি (৪১- ৫৫ মি:লি:)	আভারসা ইজ (২০-২৭ মি:লি:)	ওভারসা ইজ (৫৬- ৬০ মি:লি:)
১।	মিনি টিউবার (বিভার-১)	সকলজাত	৪১০.০০							
২।	স্থানীয় বিভার (বিভার-২)	সকলজাত	৭৫.০০							
৩।	ভিত্তি	ডায়মন্ড, এ্যাস্টারিক্স, কারেজ লেডিরোসেটা, এলবি ৬/৭	৩৮.০০	৩৬.০০	৩৮.০০	২২.৫০	৩৪.০০	৩২.০০	৩৪.০০	২০.০০
		কার্ডিনাল ও গ্লেনোলা	৩১.৫০	৩০.৫০	৩১.৫০	২২.৫০	২৮.০০	২৭.০০	২৮.০০	২০.০০
৪।	প্রত্যায়িত/মানঘোষিত শ্রেণির বীজআলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, এ্যাস্টারিক্স, কারেজ, লেডিরোসেটা, রোজাগোল্ড বারি আলু ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১	২৬.০০	২৫.০০			২৩.০০	২২.০০		
		গ্লেনোলা ও বেলিনি	২২.৫০	২১.৫০			২০.০০	১৯.০০		
৫।	সিডলিং টিউবার	বারি টিপিএস-১/২	১৫-২৫ মি: মি:	২৬-৩৫ মি: মি:			১৫-২৫ মি: মি:	২৬-৩৫ মি: মি:		
			২১.৫০	২০.০০			১৯.০০	১৮.০০		
৬।	টিপিএস	সকলজাত (II /৬৭,৩৬৪/৬৭)	১৩.৫০ (প্রতি গ্রাম)				১২.০০ (প্রতি গ্রাম)			

বিএডিসি'র ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয়মূল্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ২০১৭-১৮ বিতরণ বর্ষের জন্য বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজের বিক্রয়মূল্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ডাল ও তৈলবীজের নাম	ডিলার পর্যায় (টাকা/কেজি)		চাষি পর্যায় (টাকা/কেজি)	
	ভিত্তি	মানঘোষিত	ভিত্তি	মানঘোষিত
মসুর	১০৭.০০	১০২.০০	১২৫.০০	১২০.০০
মুগ	৯৬.০০	৯৪.০০	১১২.০০	১১০.০০
মাসকলাই	৯২.০০	৯০.০০	১০৮.০০	১০৫.০০
খেসারী	৭৩.০০	৬৮.০০	৮৫.০০	৮০.০০
ছোলা	১০১.০০	৯৮.০০	১১৮.০০	১১৫.০০
মটর	৯৮.০০	৯৬.০০	১১৫.০০	১১২.০০
ফেলন	৭৩.০০	৬৮.০০	৮৫.০০	৮০.০০
সরিষা:- হলুদ (সম্পদ, বারি ১৪, বারি ১৫)	৬৮.০০	৬৬.০০	৮০.০০	৭৭.০০
সরিষা:- পিঙ্গল (বারি-৯, বারি-১১, বিএডিসি -১ ও বিনার সকল জাত)	৬৬.০০	৬২.০০	৭৭.০০	৭২.০০
চীনাবাদাম (টাকা-১)	৯৬.০০	৯৪.০০	১১২.০০	১১০.০০
চীনাবাদাম (ঝিংগাবাদাম, বিনা ৪, বিনা ৬, বিনা ৮, বারি-৯)	৯৮.০০	৯৬.০০	১১৫.০০	১১২.০০
সয়াবিন	৭৩.০০	৬৮.০০	৮৫.০০	৮০.০০
সূর্যমুখী	৭৪.০০	৭৩.০০	৮৭.০০	৮৫.০০
তিল	৭৩.০০	৬৮.০০	৮৫.০০	৮০.০০



খাদ্য মেলা ২০১৭ উদ্বোধনের পর বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে সেমিনারে যোগ দিতে যাচ্ছেন মাননীয় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটোরিয়াম চত্বর পর্যন্ত আয়োজিত র্যালী



বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান



বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এমপি



বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঝে উপবিষ্ট বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান



চিত্রে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিএডিসি'র স্টল



জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীল ও হাইব্রিড জাতের ধানবীজ



বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদন কার্যক্রম



ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) মডেল



বিএডিসি বাস্তবায়িত রাবার ড্যামের মডেল



বিভিন্ন প্রকার ফলমূল প্রদর্শনী



তাজা সবজি ও ফলের বাহারী পরিবেশনা